উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ রেজাউল হাসান

এবং

বিচারপতি জনাব ফাহমিদা কাদের

ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা নং-১৬৫৬ /২০২৪

মোঃ সেলিম খান

... আসামী-দরখাস্তকারী

-বনাম-

রাষ্ট্র

... প্রতিপক্ষ।

জনাব আব্দুল্লাহ আল নোমান, বিজ্ঞ আইনজীবি

... আসামী-দরখাস্তকারীর

পক্ষে

জনাব এ কে এম আমিন উদ্দিন, ডি .এ. জি সঙ্গে

জনাব শাহাব উদ্দিন টিপু এ.এ.জি

জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান এ.এ.জি

জনাব ডঃ শরীফুজ্জামান মজুমদার (সংগ্রাম) এ.এ.জি

. . . . রাষ্ট্র পক্ষ।

শ্রুতির তারিখ-২৯.০২.২০২৪, ০৫.০৩.২০২৪ এবং

রায়ের তারিখ-১২.০৩.২০২৪

বিচারপতি জনাব মোঃ রেজাউল হাসান

১। সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিটটি মূল দরখাস্তের অংশ হিসাবে গণ্য করা হলো।

২। এই মর্মে প্রতিপক্ষের প্রতি কারণ দর্শাণোর রুল জারী করা হয় যে, ‘‘Let a Rule be isssued calling upon the opposite party to show cause “as to why the accused-petitioner should not be enlarged on bail in G.R. No.201 of 2023 (Bheramara), arising out of Bheramara Police Station Case No.07, dated 04.11.2023, under sections 25(1)/28(1)/29/31 of the Cyber Secuirty Act, 2023, alongwith section 153 of the Penal Code, 1860, now pending in the Court of Chief Judicial Magistrate, Kushtia, and/or pass such other order or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.”

৩। এই রুলটি নিস্পত্তি করার নিমিত্তে প্রাসঙ্গিক ঘটনা সংক্ষেপে এই যে, জনৈক মোঃ হানিফ শাহ, গত ০৪.১১.২০২৩ ইং তারিখে, ভেড়ামারা থানায়, সেলিম খান নামক এই আসামীর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, এজাহারে

উল্লেখিত লিংকে সংঘবদ্ধ একটি গ্রুপের জনৈক নাফিসা চৌধুরী এই মর্মে পোস্ট করেন যে, লু*ই*চ্ছা শব্দটা শুনলেই সর্বপ্রথম কার কার কথা মনে পড়ে? উক্ত পোস্টে প্রদত্ত জবাবে এই আসামী মোঃ সেলিম খান উল্লেখ করেন যে, 'মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এর নাম। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শিরোনামের পোষ্টটি ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যায়। আসামী সেলিম খান ইং ০২.১১.২০২৩ তারিখ ১১.২৭ ঘটিকা হ তে একই তারিখ ১১.৫১ ঘটিকার মধ্যে যে কোন সময় কোদালিয়াপাড়াস্থ তার নিজ বাড়ীতে অবস্থানকালে উক্ত পোষ্টটিতে উল্লিখিত কমেন্ট করে। পরবর্তীতে উক্ত পোষ্টের কারণে এলাকার ইসলাম ধর্মাবলম্বী ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে ০৩.১১.২০২৩ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যার সময় সংক্ষুব্দ মানুষজন একে একে তার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তখন আসামী লোকসমাগম টের পেয়ে কৌশলে বাড়ি হতে পালিয়ে যায়। উক্ত আসামী তার ব্যক্তিগত ব্লগের আইডি ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে ইসলাম বিরোধী পোষ্ট করে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত করে আসছে। অতঃপর উপরোক্ত ঘটনার বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যান, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শেষে অভিযোগকারী থানায় এসে এজাহার দায়ের করেন, যা মামলা নং ০৭, জি আর নাং ২০১/২০২৩ (ভেড়ামারা), সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ এর ২৫(১)/২৮(১)/২৯/৩১ ধারায় গৃহীত হয়।

৪। উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা নিবিড়ভাবে তদন্ত করে দেখতে পান যে, নাফিসা চৌধুরীর লিংক থেকে পোষ্ট করা হয় যে, লু*ই*চ্ছা শব্দটি শুনলে সর্ব প্রথম কার কথা মনে পড়ে। যার প্রতিক্রিয়ায় এই আসামী সেলিম খান 'মোহাম্মদ (সঃ) শব্দটি লিখে উক্ত লিংকে পোষ্ট করে এবং উক্ত পোষ্টে বিভিন্ন আইডি থেকে ২৫৫৩টি কমেন্টস পাওয়া যায়। তদন্তে আরো প্রকাশ পায় যে, আসামী সেলিম খানের ওয়েবসাইট এর উক্ত লিংকে ইসলাম বিরোধী আরো বিভিন্ন পোষ্ট প্রচারের তথ্য পাওয়া যায়। তবে, বিষয়টি নিয়ে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকলে, আসামী বিষয়টির গভীরতা অনুধাবন করতে পেরে কৌশলে তার ফেসবুক আইডি লগইন করে এবং পোষ্ট নাম্বার ডিলিট করে, যা' বিশেষজ্ঞের মতামতে প্রতিয়মান হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলাটি গোপনে ও প্রকাশ্যে তদন্ত করেন। তদন্তকালে স্থানীয় সাক্ষীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদে আরো প্রকাশ পায় যে, 'অত্র মামলার আসামী মোঃ

সেলিম খান দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন ধরণের কথাবার্তা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের মাঝে বলে আসছে। তাকে তার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব নিষেধ করলেও সে তাদের কথা কর্ণপাত করে নাই।' অভিযোগপত্রে এও উল্লেখ করা হয় যে, 'এরই জের ধরে ইং -০৩.১১.২০২৩ তারিখ সন্ধ্যার সময় একে একে বিভিন্ন এলাকা থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা জড়ো হলে, আসামী মোঃ সেলিম খান, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাৎক্ষনিকভাবে বাড়ি হতে পালিয়ে যায়। আসামী মোঃ সেলিম খান কর্তৃক তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে নিজ নামনীয় ফেসবুক আইডিতে উপরোক্ত স্টাটাস প্রদান করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত প্রদানসহ 'হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এর নামে কুটক্তিপূর্ণ বা মানহানিকর পোষ্ট দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে ছড়িয়ে মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর পরিবেশ তৈরী করে।' ফলে, এই আসামীর বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ এর ২৫(১)/২৮(১)/২৯/৩১ ধারা তৎসহ দন্ড বিধি ১৮৬০-এর ১৫৩ ধারায় অভিযোগপত্র নং-২৬৫, তারিখ ৩১.১২.২০২৩ দাখিল করেন।

৫। পুলিশ উক্ত আসামীকে ৪.১১.২০২৩ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করে। বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করে। অতঃপর, ২৩.১২.২০২৩ ইং তারিখ এই আসামী কুষ্টিয়া অবকাশকালীন দায়রা জজ আদালতে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১২৯৩/২০২৩ দাখিল করে এবং পুনরায় জামিনের প্রার্থনা করে। উক্ত ফৌজদারী বিবিধ মামলায় ১৩.১২.২০২৩ ইং তারিখের এক আদেশে কুষ্টিয়ার অবকাশকালীন বিজ্ঞ দায়রা জজ আসামীর জামিন আবেদন না মঞ্জুর করেন।

৬। অতঃপর আসামী ফৌজদারীর কার্যবিধির ৪৯৮ ধারা মোতাবেক এই আবেদন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে বর্ণিত রুলটি জারি করা হয়।

৭। আসামী পক্ষের আইনজীবি জনাব আব্দুল্লাহ আল নোমানের মূল বক্তব্য হলো এই যে, সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ এর ৫২ (খ) ধারা মোতাবেক অভিযোগপত্রে বর্ণিত প্রতিটি ধারা জামিনযোগ্য অপরাধ। অতএব, এই ধরণের মামলায় জামিন নামঞ্জুর করার কোন এখতিয়ার আদালতের নাই। তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে আপীল বিভাগ কর্তৃক নিয়াজউদ্দিন অপু বনাম রাষ্ট্র ও অন্যান্য মামলায় সিপিএলএ নং

২২৯ /২০১৫ এ প্রদত্ত রায়ের উল্লেখ করেন, সূত্র ৬৮ ডি.এল.আর (এডি) (২০১৬), পৃঃ ২৯০। এ ছাড়াও তিনি হাইকোর্ট বিভাগের ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৫৪২৫/২০১০, শামসুল আলম পাঠান বনাম রাষ্ট্র ও অন্যান্য মামলার রায়টিও তার বক্তব্যের সমর্থনে দাখিল করেন এবং এইরুপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় যে, জামিনযোগ্য মামলায় জামিন প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার বা সুযোগ আদালতের নাই। অতঃপর তিনি আসামীর জামিন প্রার্থনা করেন।

৮। রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল জনাব এ কে এম আমিন উদ্দিন সহ বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নি জেনারেল জনাব ডঃ শরীফুজ্জামান মজুমদার, জনাব শাহাব উদ্দিন টিপু এবং জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান অভিযোগপত্রে উল্লেখিত অপরাধের বিবরণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন এবং নিবেদন করেন যে, এটি একটি গ্রুপ যারা সংঘবদ্ধ ও পরিকল্পিতভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অপরাধে লিপ্ত রয়েছে এবং যার ধারাবাহিকতায় উক্তরুপ ধৃষ্ঠতাপূর্ণ এবং অবমাননাকর পোস্ট করা হয়। এ ছাড়া তদন্তকারী কর্মকর্তা এইরুপ স্বাক্ষ্য-প্রমান পেয়েছেন যে, এই আসামী ও তার দুষকর্মের সহচরগণ লাগাতারভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে মুসলিমদের ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত করার মত এই রুপ দুঃসাহসী ও উসকানীমূলক কর্মকান্ড দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছে, ফলে এই ক্ষেত্রে এই আসামীকে ও তার দুষকর্মের সহচরগণদের জামিন প্রদান করা হলে এই সংঘবদ্ধ গোষ্ঠিটি অনুরুপ আরো অপরাধ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হবে এবং প্রশ্রয় পাবে। তারা এই আসামীর জামিনের বিরোধীতা করে বলেন যে, বর্তমান মামলায় এই আসামীর সর্বোচ্চ সাজা উভয় ধারায় মোট সাত বছরের জেল এবং সাথে ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানার সম্ভবনা প্রবল। এমতাবস্থায় এই আসামী জামিন পেলে পলাতক হতে পারে। কারণ কারাদন্ড ছাড়াও ২৫ লক্ষ টাকার জরিমানার একটি বিধান রয়েছে এবং সে দোষী সাব্যস্ত হলে তার থেকে জরিমানা আদায় করা সম্ভব হবে না, ফলে তারা আসামীর জামিনের ঘোরবিরোধীতা করেন এবং নিবেদন করেন যে, মাননীয় আদালত জামিনের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জরিমানা টাকার সমপরিমান জামানত (বন্ড) ব্যাংক গ্যারান্টি-বন্ড আকারে প্রদান করার শর্ত থাকা যুক্তিযুক্ত হবে। অন্যথায়, পলাতক হলে জরিমানার টাকা আদায় করা সম্ভব হবে না।

৯। আমরা ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৮ ধারার বিধান অনুযায়ী দায়েরকৃত দরখাস্তটি পড়েছি এবং তার সাথে সংযুক্ত এজাহার, জব্দতালিকা, ফরওয়ার্ডিং এবং অভিযোগপত্র ইত্যাদিসহ নিম্ন আদালতের আদেশ পর্যালোচনা করেছি এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের বক্তব্য নোট করেছি।

১০। রায় প্রদানের পূর্বে আমাদের রায় ও আদেশের পরিপ্রেক্ষিত সংক্ষেপে তুলে ধরা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আমরা রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে পবিত্র কোরানের প্রাসঙ্গিক কয়েকটি আয়াত বা আয়াতের অংশ বিশেষ (অনুবাদিত) বা কোথাও তার সারমর্ম উল্লেখ করবো।

কোরানে নবীদের অবমাননা প্রসঙ্গে

১১। প্রথমেই, পবিত্র কোরআনের সূরা-৪১, আয়াত-৪৩ উদ্ধৃত করা যাক। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি অবমাননাকর আচরণ প্রসঙ্গে এই আয়াতে তাঁকে সম্বোধণ করে আল্লাহ বলেন 'হে (নবী) আপনার পূর্ববর্তী রাসুলদেরকে (ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে) যা কিছু বলা হতো আপনাকেও শুধু তাই বলা হয়'। তদ্রুপ, সূরা ৪৩ এর আয়াত ৬ এবং ৭ এ আল্লাহ বলেন 'পূর্ববর্তীদের কাছে আমি বহু নবী পাঠিয়েছিলাম' [সূরা ৪৩ ঃ আয়াত ০৬]। 'আর যখনই ওদের কাছে কোন নবী এসেছে ওরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে' [সূরা ৪৩ ঃ আয়াত ০৭]। ফলে, এই আসামী এবং তার দুষকর্মের সহচরদের কর্তৃক মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি অবমাননাকর উক্তির বিষয়ে কোরানে পূর্বাভাষ রয়েছে এতে এবং এদের এইরুপ আচরণ কার্যতঃ কোরানের এই প্রত্যাদেশ সমূহের নির্ভুলতাই প্রমান করে।

মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী

১২। উপরে উদ্ধৃত সূরা ৪১ঃ আয়াত ৪৩ এবং সূরা ৪৩ ঃ আয়াত ৬ এ মোহাম্মদ (সঃ) এর পূর্বে অনেক নবী প্রেরণের বিষয়টি উল্লেখ পূর্বক পবিত্র কোরানে এটি নিশ্চিত করা হয় যে, অন্যান্য সকল নবী এবং রাসুলগণদের আগমন হয়েছিল মুহাম্মদ (সঃ) এর পূর্বে, অর্থাৎ ৫৭০-৬৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এবং তাঁর পরবর্তীতে আর কোন নবী বা রাসুল প্রেরণ করা হবে না। ফলে, সূরা ৩৩ঃ আয়াত ৪০এ স্পষ্টভাবেই এ কথা বলা হয় যে, 'তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী' এবং তাঁর উপর অবর্তীর্ণ হওয়া কোরানই শেষ আসমানী কিতাব।

কোরানে লিপিবদ্ধ প্রত্যাদেশের দৃশ্যমান নির্ভুলতা

১৩। মুহাম্মদ (সঃ) জন্মকাল ৫৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দশত বছরের উর্দ্ধে সময় গত হওয়ার পরেও আর কোন নবী বা রাসুলের আগমন ঘটে নাই। ফলে, মুহাম্মদ (সঃ) যে শেষ নবী এবং কোরনই যে সর্বশেষ আসমানী কিতাব আজ পর্যন্ত এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত এবং এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে, কোরানে লিপিবদ্ধ প্রত্যাদেশ সমূহে বিশ্বাস করবেনা এমন লোকও থাকবেন এবং তাদের সম্পর্কেও আল্লাহ বলেন 'এতো (কোরান) একটি পরিপূর্ণ জ্ঞান। তবে, এ সতর্কবানী ওদের কোন উপাকারে আসেনা' [সূরা ৫৪ ঃ আয়াত ৫]।]

বার্তাবাহক মনোনয়ন বিষয়েঃ

১৪। এখন প্রশ্ন হতে পারে, স্রষ্টা কেন প্রত্যাদেশ বা ওহী প্রেরণের জন্য একজন নবী বা 'রাসুল'(বার্তাবাহক) মনোনীত করেন। এর উত্তরে আল্লাহ সুস্পষ্ট করে বলেন যে, 'কোন মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তবে, (তিনি কাউকে কোন বার্তা দিতে চাইলে সেটা তিনি দিয়ে থাকেন) ওহীর মাধ্যমে, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে, কিংবা কোন বার্তা বাহক (ফেরেস্তা) পাঠান' (সূরা ৪২ ঃ আয়াত ৫১]।

১৫। আল্লাহর বার্তাবাহক বা রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ বিষয়ে কোরানে এও বলা হয় যে, ''যখন মানুষের কাছে (রসুলদের মাধ্যমে) কোন আয়াত পৌঁছে তখন তাদের অনেকে বলে, আমরাও মানবোনা, যে পর্যন্ত আমরাও তা প্রদত্ত হই যা' রসুলরা প্রদত্ত হয়েছে''। অর্থাৎ, কতিপয় মানুষ নিজেরা 'নবুয়ত' প্রাপ্ত না হলে 'নবুয়ত' বিষয়টিকে মানতে নারাজ ছিল। ফলে, বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ বলেন, ''রিসালাতের (বার্তাবাহকের) দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন।'' [সুরা ৬ ঃ আয়াত ১২৪]।

নবী-রসুলগণ মনোনীত হন মানুষের মধ্য থেকে

১৬। মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানের ৪১ সূরার আয়াত ৬ তে আল্লাহ বলেন-(হে নবী!) 'আপনি বলুন আমিতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ'।

১৭। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রসুলগণের শ্রোতামন্ডলী তাঁদের এও বলতেন যে, তোমরা আমাদের পিতৃ-পূরুষের ধর্ম থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাও অথচ তোমরাও তো আমাদেরই মত মানুষ [সূরা১৪ঃ আয়াত ১০]। রসুলগণ উত্তরে বলতেন 'সত্যই আমরা (রাসুলগণ) তোমাদের মতো মানুষ। কিন্তু, আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে

ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমান উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়' [সূরা ১৪ঃ আয়াত ১১]।

১৮। হযরত মোহাম্মদ (সঃ)কে উদ্দেশ্য করে প্রেরিত অপর এক প্রত্যাদেশে আল্লাহ বলেন, **'তোমার পূর্বে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তরা মানুষই ছিলেন' [সূরা ২১ঃ আয়াত ৭]**। তেমনি, অপরাপর সকল নবী এবং রসুলগণও রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত হয়ে ছিলেন [সূরা ২১ঃ আয়াত ৮]। এমনকি, হযরত ঈসা (আঃ) প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ সতর্ক করেন যে, 'তোমরা বলো না তিনি আল্লাহ' [সূরা ৪ঃ আয়াত ১৭১]।

রসুল প্রেরনের কারন প্রসঙ্গে

১৯। রসুল প্রেরণের কারণ সম্পর্কে আল্লাহ বলে দেন যে,'আমি এভাবে তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি। যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াত সমূহে তেলাওয়াত করেন, তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন, কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন এবং শিক্ষা দেন সে সব বিষয় যা' তোমরা জানতে না'' [সূরা ২ঃ আয়াত ১৫১]

মোহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে কোরান

২০। '(হে মোহাম্মদ!) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ক'রে পাঠিয়েছি, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ তো বোঝে না।' [সূরা ৩৪ঃ আয়াত ২৮]।পূনশ্চঃ নিশ্চিত করা হয় যে, তিনি আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবী [সূরা ৩৩ ঃ আয়াত ৪০]।

২১। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইসলামের অনুসারীরা সকল নবী-রসুলদের আল্লাহর বার্তা প্রচারক হিসেবে মানেন এবং তাঁদের উপর কিতাব সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে সেটিও মানেন, তবে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের ধারাবাহিকতায় অবতীর্ণ - কোরান সর্বশেষ আসমানি কিতাব [সূরা ৫ঃ আয়াত ৪৮]। ফলে, শুধু মোহাম্মদ (সঃ) নয়, অন্য যে কোন নবীর অবমাননাও ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা সমর্থন করে না। তাঁরা প্রত্যেক নবীর নাম সম্মানের সাথে পড়েন এবং তাঁদের নামের শেষে দুরুদ পড়েন।

রসুলের দায়িত্বের পরিসীমা

২২। পরবর্তী, প্রশ্ন হতে পারে, রাসুল হিসেবে তার কাজের বা দায়িত্বের পরিসীমা কতটুকু। এর উত্তর হলো 'তিনি একজন সতর্ককারী মাত্র' [সূরা ৩৫ঃ আয়াত ২৩-২৪]। পুনশ্চঃ নিশ্চিত করা হয় রাসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য

একজন ‘সুস্পষ্ট সতর্ককারী’ মাত্র [সূরা ৫১ এর আয়াত ৫০ এবং ৫১]। তদ্রুপ, সূরা-৪২ এর আয়াত-৪৮ এ, আল্লাহ্ বলেন- ‘এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে, (হে নবী) আমি তো আপনাকে তাদের রক্ষক বানিয়ে পাঠাইনি। আপনার দায়িত্ব তো শুধু (বার্তা সমূহ) পৌঁছে দেয়া।’ এমনকি, যা’রা মন্দ কাজকে শোভনীয় মনে করে তাদের জন্য আক্ষেপ-আফসোস করে নিজের প্রাণ দেয়া রসুল (সঃ) এর কাজ নয় [সূরা ৩৫ ঃ আয়াত ০৮]। তদ্রুপ, যে লোক নিজেকে পরিশুদ্ধ না করে তার সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রাসুলকে উদ্দেশ্য করে বলেন ‘‘অথচ সে নিজে যদি পরিশুদ্ধ না হয়, আপনারতো তা’তে কোন দায় নেই’’ [সূরা ৮০ঃ আয়াত ৭]। আল্লাহ তাঁর নবীর উদ্দেশ্যে এও বলেন ‘তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ, অথবা যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবে?’ [সূরা ৪৩ঃ আয়াত ৪০]।

মোহাম্মদ (সঃ) এর বৈবাহিক জীবন

২৩। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে তাঁর থেকেও বয়োজ্যেষ্ঠ খাদিজা (রাঃ) এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি তখন বিধবা। তিনি ৬১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, যখন মুহাম্মদ (সঃ) এর বয়স ৪৯। তাঁদের সুদীর্ঘ ২৪ বছরে বৈবাহিক জীবনে মোহাম্মদ (সঃ) আর কোন বিবাহ করেননি। এই সময়টি ছিল তাঁর যৌবন কাল এবং মককার জীবন। এই ঘটনা তাঁর যুবক বয়সেই রসুল (সঃ) এর চারিত্রিক সৌন্দর্য্য, পরিচ্ছন্নতার ও পবিত্রতার প্রমান।

২৪। পরবর্তীতে, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ মদিনায় হিজরতের পূর্বমুহূর্তে তিনি হযরত আবু সাকরান ইবনে আমর (রঃ) এর বিধবা স্ত্রী হযরত সাওদাহ বিনীত জামাহ (রঃ)কে বিবাহ করেন এবং তাঁরা উভয়ে মদীনায় হিজরত (গমন) করেন।

২৫। অতঃপর, ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদিনায় হিজরতের পর তিনি আরো নয়টি বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়শা (রঃ) ব্যাতীত অন্যরা সবাই ছিলেন বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা। এছাড়া তাঁর স্ত্রীগণের সবই ছিলেন মক্কাবাসী, যাঁরা সকলেই ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সাথে অন্যান্য অনুসারী সহ মদিনায় হিজরত করেন।

২৬। মূলতঃ তখন নওমুসলিমদের প্রতি আরবে যে নিপীড়ন ও নির্যাতন চলছিল সেটি থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই হিযরত। ফলে, একটি অনিশ্চিত ও নতুন

পরিস্থীতিতে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ছিল বার্ধ্যক্যের প্রারম্ভে করা এসকল বিবাহের মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। এর পশ্চাতে কোন ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় জড়িত ছিলনা।

২৭। গবেষকগণের মতে এসকল বিবাহের কারন দু'টি, যথা-

(১) তাঁর এবং তাঁর অনুসারী বা সঙ্গীদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন তৈরী করা।

(২) আরবের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে ইসলামের বানী ছড়িয়ে দেয়া। [সূত্রঃ ই ফিপস ইউলিয়াম (১৯৯৯) মুহাম্মদ এন্ড জেসাস পৃঃ ১৪২]।

২৮। অথচ, নানা বাস্তবতায় অপরিহার্য এসকল বিবাহকে ইঙ্গিত করে এই আসামীসহ অনেকেই রসুল (সঃ)কে হেয় করার লক্ষ্যে এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও পবিত্রতাকে বিতর্কিত করার উদ্দেশ্যে এ সকল কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে ধৃষ্টতা এবং অসভ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, এরা ইসলামকে হেয় করার জন্য আর কোন অজুহাত পাচ্ছিল না।

২৯। বিদায় হজ্বের ভাষণেও রাসুল (সঃ) বলেন, 'হে মানুষ, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।' অতএব, কোরান বা রসুল (সঃ) ধর্ম বিষয়ে জবরদস্তি বা বাড়া-বাড়িকে নিষেধ করে এবং সকল ধর্ম-মতের মানুষদের সহঅবস্থান এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতাকেও প্রতিষ্ঠিত করে।

৩০। রসুল (সঃ) এবং ইসলামের প্রতি এদের বিরোধীতার অন্যতম কারণ হতে পারে পবিত্র কোরানে ব্যাভিচার, বিকৃত যৌনাচার বা সমলিঙ্গের মধ্যে বিবাহ, সমকামিতা, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে, এসকলে অভ্যস্ত এবং আসক্ত ব্যক্তি বা সমাজের কিছু মানুষ কোরানের এই নিষেধজ্ঞা সমূহের কারণে অস্বস্তীর মধ্যে পড়ে এবং ইসলাম ও নবীর বিরোধীতায় সামিল হয়। তেমনি, ইসলাম বর্ণ বৈষম্যকে বা জাতপ্রথাকে স্বীকার করে না। ইসলামে সকল মানুষের এবং বর্ণ ও গোত্রের মর্যাদা সমান। ফলে, বর্ণবাদে বিশ্বাসী বা জাতপ্রথার সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠি এসকল ইস্যুতে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। এতদ্বব্যাতীত, হীন রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে একান্ত ব্যক্তি পর্যায়ে (দলীয়ভাবে বা রাষ্ট্রীয় ভাবে নয়) বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলে [বিশেষতঃ যেখানে মুসলিম ভোটারেরা সংখ্যালঘু] নবী (সঃ) সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি করার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

কোরান অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে

৩১। কোরান অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তাঁর রসুল (সঃ) বলেন, 'তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার ওপর কোরান অবতীর্ণ করিনি' [সূরা ২০ঃ আয়াত ২]। তিনি আরো বলেন, বরং এ তার জন্য সদুপদেশ যে (আল্লাহকে) ভয় পায় [সূরা ২০ঃ আয়াত ৩]।

৩২। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী সুদীর্ঘ ৪০ বছর সময়কালে তিনি আল্লাহর কোন বানী প্রচার করেননি, কারণ এর পূর্বে তাঁর উপর কোন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়নি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, ''(হে নবী) বলুন, আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিলাম (অথচ আমি তো কোন ওহীর কথা এর আগে বলেনি), তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' [সূরা ১০ঃ আয়াত ১৬]।

৩৩। নবুয়ত প্রাপ্তিরকাল থেকে (৬১০-৬৩২ খ্রীঃ) সুদীর্ঘ ২৩ বছরে রাসুলের প্রতি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্যে প্রত্যাদেশ সমূহ অবতীর্ণ হয়। বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠে সূরা ২৫ এর দুটি আয়াতে। এর একটি আয়াতে বলা হয়, 'অবিশ্বাসীরা বলে, সমগ্র কোরান তার কাছে একসাথে অবতীর্ণ করা হল না কেন? এ আমি তোমার কাছে এভাবে অবতীর্ণ করেছি, আর আবৃত্তি করেছি, থেমে থেমে, যাতে তোমার হৃদয় মজবুত হয়' [সূরা ২৫ঃ আয়াত ৩২]। 'ওরা তোমার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে এলে আমি তোমাকে তার সঠিক উত্তর ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি' [সূরা ২৫ঃ আয়াত ৩৩]।

৩৪। ঐ সময়ে যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিলেন (সাহাবী) তাঁরা এই প্রত্যাদেশ সমূহ মুখস্ত করে নিতেন এবং এই মুখাস্ত রাখার বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন [সূরা ৭৫ঃ আয়াত ১৬-১৮]। এই প্রত্যাদেশ সমূহ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল পরবর্তীতে, ইসলামের তৃতীয় খলিফা এবং রাসুলের অন্যতম সাহাবী, হযরত ওসমান (আঃ) এর খিলাফতকালে, এগুলো সেভাবে সংকলিত হয়েছে এবং একটি গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হয়ে আসছে ও মুদ্রীত হয়ে আসছে।

কোরান মুখাস্ত করা

৩৫। উল্লেখ্য, কোরানের আয়াত সমূহের গঠন ও বর্ণনা এমন যেনো মস্তিষ্কের স্মৃতির কোষ সমূহ সেগুলো সহজেই ধারণ এবং সংরক্ষণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্য তুমি প্রত্যাদেশ সমূহ দ্রুত আবৃত্তি করো

না। এ সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর। [সূরা ৭৫ঃ আয়াত ১৬-১৮]। তিনি পরবর্তীতে এও বলেন 'আমি তোমাকে পাঠ করাতে থাকবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না' [সূরা ৮৭ঃ আয়াত ৬]। ফলে, শিশু বয়সেই অনেকেই কোরানের বানী সমূহ মুখস্ত ও পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। এটি স্বয়ং আল্লাহরই ইচ্ছা এবং এইভাবেই রসুল (সঃ) জীবদ্দশায় যে প্রত্যাদেশ সমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলো স্মৃতিতে ধারণ করে পরবর্তীতে গ্রন্থকারে সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়।

কোরান সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক আয়াত

৩৬। তবে, কিছু মানুষ কর্তৃক কোরআনে সন্দেহ পোষন করা নিয়ে আল্লাহ এও বলেন 'আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মতো কোনো সূরা আনো' [সূরা ২ঃ আয়াত ২৩]।

৩৭। এছাড়া যখন অবিশ্বাসীরা নতুন অন্য এক কোরান আনার জন্য অথবা কোরানে রদ-বদল করার জন্য রসুল (সঃ)কে বলে, তখন নবীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হয়-' বলুন নিজ থেকে এ পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমার উপর যা' প্রত্যাদেশ হয় আমি তারই অনুসরণ করি' [সূরা ১০ ঃ আয়াত ১৫]।

৩৮। কোরানের ৬ নম্বর সূরার ৮৩-৮৮ নম্বর আয়াতে নবীদের নাম উল্লেখ পুর্বক আল্লাহ বলেন, 'এদেরকেই আমি কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুয়ত প্রদান করেছি' [৬ঃ৮৯]। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ নবীকে বলেন, 'আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ এই (আল কোরান), যা'পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর সংরক্ষনকারী'। [সূরা ৫ঃ আয়াত ৪৮]। অতএব, 'আল কোরান' যে পূর্বের আসমানী প্রত্যাদেশ সমূহের সর্বশেষ এবং চুড়ান্তরুপ এটি এই আয়াত সমূহ থেকে প্রতিষ্ঠিত।

৩৯। মহান আল্লাহ নিজেই বলেন, 'তাঁর বানী সমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই [সূরা ৬ ঃ আয়াত ১১৫]' এবং বলেন 'নিশ্চযই আমি এই কুরআনকে নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযতকারী', [সূরা ১৫ঃ আয়াত ৯]। ফলে কোরানের একটি দাড়ি-কমাও পরিবর্তিত হয়নি সুদীর্ঘ ১৪০০ বছরেও।

৪০। এরপর, কোরানে লিপিবদ্ধ প্রত্যাদেশ সমূহের স্বাভাবিকতা লক্ষ্যনীয়। সেটি হলো, ইতঃপূর্বে প্রত্যাদেশ সমূহের বিষয়ে রসুল (সঃ) ছিলেন অজ্ঞ। ফলে, জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে তাঁর প্রতি প্রথম প্রত্যাদেশ ছিল, ''পড়ুন আপনার প্রতিপালকের

নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'', [সূরা ৯৬ ঃ আয়াত ১]। অর্থাৎ, শিক্ষা দানের লক্ষ্যে তাঁকে প্রথমেই পড়তে বলা হয় এবং এ রকম একটি প্রত্যাদেশ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। এভাবে, স্বয়ং স্রষ্টাই ছিলেন তাঁর শিক্ষক।

কোরানের সহজবোধ্যতা

৪১। কোরানের ভাষা অত্যান্ত সহজবোধ্য। এর যে কোন পাঠক বা শ্রোতা, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, নিজেই এর প্রতিটি কথা বুঝতে পারেন। সূরা ৫৪ঃ আয়াত ৪০ এ আল্লাহ বলেন, 'আমরাতো কোরানকে সহজ করে দিয়েছি' [বুঝার জন্য। মুখাস্ত করার জন্য]। মূলতঃ কোন বক্তব্য যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় তার নিকট সহজবোধ্য না হলে সেটি অবশ্যই স্রষ্টার ভাষা বলে গণ্য হতে পারে না।

কোরান একটি জীবন্ত দলিল

৪২। কোরানের বানী সমূহ সর্বকালের, সর্বস্থানের এবং সকল জনগোষ্ঠি ও ব্যক্তির জন্য এমনভাবে প্রযোজ্য যেন এটি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এবং তাদের সময়ের, বয়সের বা স্থানের মানুষের জন্যই অবতীর্ণ হয়। এর বক্তব্য সমূহ চৌদ্দশত বছর আগে যেমনি প্রাসাংগিক ছিল, আজও তেমনি প্রাসংগিক। ফলে, কোরান সার্বজনীনন, সময়ত্তোর্ণ এবং এটি একটি জীবন্ত দলিল। অন্যথায় ইসলাম এবং কোরান হয়ে পড়তো সেকেলে বা অনুসরেণর অনুপযোগী।

ধর্মে জবরদস্তি নেই

৪৩। আল্লাহ স্বয়ং সাব্যস্ত করে দেন যে, 'ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই' [সূরা ২ঃ আয়াত ২৫৬]। অপর একটি প্রত্যাদেশে বলা হয় 'তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করো না,' [সূরা ৪ঃ আয়াত ১৭১]। এটি ইসলাম-অইসলাম সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৪৪। এমনকি, পবিত্র কোরান সম্পর্কে বলা হয়, এতো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরান [সূরা ৩৬ঃ আয়াত ৬৯]। পুনশ্চ, সূরা ১১ এর ১১৪ আয়াতে বলা হয় 'যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ'। পরবর্তীতে আল্লাহ বলেন 'এ এক উপদেশ বানী, যার ইচ্ছা এ গ্রহণ করবে'। [সূরা ৮০ঃ আয়াত ১১-১২]। 'তবে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে' [সূরা ২ঃ আয়াত ২৫৭]।

অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস

৪৫। ইসলামে আরেকটি মৌলিক দিক হলো 'অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা' [সূরা ২ঃ আয়াত ৩]। যেমন, অদৃশ্য স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যিনি চর্মচক্ষুতে

দৃশ্যমান নয়। অনেক কিছুতেই মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করে, যা' চর্ম চক্ষুতে দৃশ্যমান নয়।

৪৬। যেমন, আমরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে দেখি না এবং সেটিকে স্পর্শ করতে পারি না। সেটির শব্দ শুনি না। সেটির স্বাদ বা ঘ্রানও নিতে পারি না। অর্থাৎ, আমরা আমাদের চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, চর্ম, নাসিকা দ্বারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে প্রমান করতে পারি না। কিন্তু, আমাদের চার পাশের বস্তুর বা প্রকৃতির উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া, প্রভাব, পরিনতি এবং এর কারণ সৃষ্ট শৃঙ্খলা দেখতে পাই। অর্থাৎ, মধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব আমরা চোখে না দেখে এবং কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব না করেও আমরা বিশ্বাস করি। ফলে, অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি অবৈজ্ঞানিক কোন প্রস্তাব নয় এবং ওহি ছিল জ্ঞান অর্জণের আরেকটি মাধ্যম।

৪৭। তবে, যারা ইচ্ছুক নন তারা এই মহাবিশ্বে অজস্র দৃশ্যমান নিদর্শন থাকা সত্বেও স্রষ্টার অস্তীত্ব দেখতে পান না। সূরা ২২ এর ৪৬ আয়াতে এদের সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়, ''এদের চোখতো অন্ধ নয়, বরং বুকের মাঝের হৃদই অন্ধ''।

ধর্মে বিভিন্নতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহবঅবস্থান বিষয়ে আল কোরান

৪৮। ধর্মে বিভিন্নতা থাকবে। এ বিষয়ে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন 'যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তোমাদেরকে একই সম্প্রদায় করে দিতেন, কিন্তু তিনি এরুপ করেননি, যা'তে তোমাদেরকে যে সম্প্রদায় দিয়েছেন তা'তে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, প্রতিযোগিতা করে কল্যানকর বিষয়াদি অর্জন করো। [সূরা ৫ঃ আয়াত ৪৮]। অর্থ্যৎ, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে এটিই কোরানের মীমাংসা, যা' স্পষ্ট করেই বলা হয় 'আর যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বলো,'তোমাদের জায়গায় তোমরা কাজ করো, আর আমরাও আমাদের কাজ করি' [সূরা ১১ঃ আয়াত ১২১]। পরবর্তীতে সূরা ১০৯ এর আয়াত ৬ এ অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হয় 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার'।

মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে কোরান

৪৯। ফেরেশতাগণের বিরুপ মনোভাব স্বত্বে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেন [সূরা ২ঃ আয়াত ৩০]। আল্লাহ বলেন- আমি তো আদমসন্তানকে (মানুষকে) মর্যাদা দান করেছি এবং অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি [সূরা ১৭ঃ আয়াত ৭০]। এটি প্রমানিত হয় যখন আল্লাহ ফেরেস্তাগণকে বলেন আদি পিতা আদমকে সম্মান সূচক সেজদা করতে। [সূরা ২ঃ আয়াত ৩৪ এবং সূরা ৭ঃ আয়াত ১১]। এখানে, ধর্ম-

বর্ণ, লিঙ্গ,জাত-জাতি, মুসলিম-অমুসলিম এবং বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে সকল মানুষের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে, যা স্বয়ং আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে প্রদান করেন তার জন্মগত অধিকার হিসেবে। আদি পিতা আদম (আঃ)কে স্রষ্টা প্রদত্ত এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদাই মানবাধিকারের ভিত। একমাত্র ইবলিশই স্রষ্টা প্রদত্ত মানুষের জন্মগত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে [সূরা ৭ঃ আয়াত ১২]। সে অর্থে, ইবলিশই সর্বপ্রথম মানবাধিকার লঙ্ঘণকারী, এটি বলা যায়।

কোরানে মানুষ এক জাতি এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের স্বীকৃতি

৫০। সমগ্র মানুষকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, 'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন'। [সূরা ৪ ঃ আয়াত ০১]। তিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন, 'তিনিই মানুষকে এক ব্যাক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। [সূরা ৬ঃ আয়াত ৯৮]'। পরবর্তী আরেক প্রত্যাদেশে তিনি বলেন 'হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যা'তে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। [সূরা ৪৯ঃ আয়াত ১৩]। কোরানে এও নিশ্চিত করা হয় যে, 'সব মানুষ এক জাতি স্বত্বার অন্তর্ভূক্ত ছিল' [সূরা ২ঃ আয়াত ২১৩]। লক্ষ্যনীয়, এ কারনেই কোরানের প্রত্যাদেশ বা বার্তাসমূহ সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়, কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা স্হানের মানুষের জন্য নয়।

কোরান বিশ্বাস করতে হবে সামগ্রিকভাবে, খন্ডিতভাবে নয়

৫১। পূর্বোক্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোরানকে অংশত মানা এবং অংশত না মানার কোন সুযোগ নেই। একজন বিশ্বাসীর জন্য কোরানের প্রতি, তথা আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছার প্রতি, শতভাগ আত্মসমর্পণের অপরিহার্যতা স্পষ্ট হয় সূরা ২ এর আয়াত ৮৫ এর বিধান থেকে। এখানে আল্লাহ বলেন 'তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস করো এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস করো? যারা এরুপ করে, পার্থিব জীবনে দূর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির কাছে পৌছে দেয়া হবে।'

পবিত্র কোরান একটি পূর্ণাঙ্গজীবন বিধান

৫২। কোরান কেবলি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর বিধান নয়। 'কোরানের শতকরা তিনটি মাত্র আয়াত ধর্ম ভিত্তিক এবং বাকী সবই সমাজ ভিত্তিক'। এমনকি

মৌলিক বিজ্ঞান ভিত্তিক অনেক আয়াত রয়েছে। অধিকন্তু, লেন-দেন ও ব্যাবসা বানিজ্যে করনিয় বিষয়ে, অহংকার পরিত্যাগ করা ও বিনয়ী হওয়া, কর্কশ কণ্ঠে কথা না বলা, অনুমান নির্ভর কাজ না করা, সংবাদ যাছাই করা, গোপন শলা পরামর্শ না করা, কারো পশ্চাতে অপপ্রচার বা বদনাম না করা, কাজে-কর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা, ওজনে কম না দেয়া, ন্যায় বিচার করা, ন্যায় বিচারে দৃঢ় থাকা, মিথ্যা স্বাক্ষী না দেয়া, মজলিশে সদাচরণ করা এবং জায়গা ছাড়ার অনুরোধ করলে তা মেনে নেয়া, গৃহে প্রবেশে আদব-কায়দা, দুঃস্হ ও এতিমের প্রতি সদয় থাকা, প্রাত্যাহিক জীবনাচরণ, শিষ্টাচার, মানবাধিকার, নারী অধিকার, শিশু অধিকার, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, উদ্বৃত্ত আয় থেকে দান ও ব্যায় করা, অপচয় না করা, নিষিদ্ধ কাজ না করা-ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে। জ্ঞান ও সৌন্দর্য পিপাসু যে কোন ব্যক্তিই এগুলো পড়ে দেখতে পারেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করুন আর না করুন।

পর্যালোচনা ও মতামত

৫৩। পবিত্র কোরানের উদ্ধৃত আয়াত সমূহে পড়ে, এবং হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবনী বিবেচনায় নিয়ে, এতদ্ধবিষয়ে নাতিদীর্ঘ বিচার বিশ্লেষণের পর, আমাদের সুচিন্তিত মতামত এই যে, কোরান সম্পর্কে এবং মোহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে বিষাদাগার করার বা কটুক্তি করার বা কোনভাবে অবমাননা করার কোন প্রকার যৌক্তিক বা বুদ্ধিজাত কারণ নেই।

৫৪। এ প্রসঙ্গে কোরান এবং বাক স্বাধীনতার বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। বাক-স্বাধীনতার প্রশ্নটি আসে ঐ সকল গ্রন্থের বেলায় যা' মানব রচিত বলে সর্বত্র এবং সর্বমহলে স্বীকৃত। অথচ, কোরান আল্লাহর প্রত্যাদেশ এবং মোহাম্মদ (সঃ) তাঁর শেষ নবী (বার্তা বাহক) এটাই মুসলমানদের তথা একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠির বিশ্বাস। ১৪০০ বছরের উপর সময় পার হলেও কেউ আজতক নিজেকে মোহাম্মদ (সঃ) পরে নবী দাবী করেনি এবং কোরান অবতীর্ণ হবার পর আর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, এমনটিও হয়নি। এই দৃশ্যমান বাস্তবতার আলোকে কোরান বা রাসুল (সঃ) প্রতি ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন বা অবমাননাকর উক্তি করার 'স্বাধীনতা' কার্যতঃ 'স্বাধীনতা' ধারণাটির অপব্যাবহার। অধিকার এবং অবমাননার অপরাধ এক নয়।

৫৫। মত প্রকাশের যে অধিকার সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়, তা শর্ত স্বাপেক্ষ, তথা আদালত অবমাননা ও মানহানী সংক্রান্ত আইনসহ অন্যান্য আইন দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা স্বাপেক্ষে প্রদান করা হয়।

৫৬। এই আসামীর অপরাধের মাত্রা অভিযোগপত্রে উদ্ধৃত ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যায়। অনেকেই একাধিকবার নিষেধ করার স্বত্বেও সে এবং তার সহচরেরা দূর্দমনীয়। তার অপকর্মের সামাজিক প্রতিক্রিয়া কত ভয়াবহ হতে পারতো সেটা অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৭। এছাড়া, আমাদের সামনে আনিত নথিপত্র থেকে প্রতিয়মান হয় যে, উক্ত লিংকের গ্রুপের নেতৃত্বদানকারী নাফিসা চৌধুরীসহ উক্ত গ্রুপের অন্য সকলের বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধ সংঘটনের সহায়তা প্রদানের কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ৩৫ ধারা মোতাবেক সাপ্লিমেন্টারী সার্জশিট প্রদান করার পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে।

৫৮। আসামীর কার্য্যকলাপের দ্বারা সংগঠিত এই প্রকারের অপরাধ দমন করার জন্য যে বিদ্যমান আইন রয়েছে সেটি দূর্বল। সমাজে স্থীতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন পর্যাপ্ত নয় বলে সিদ্ধান্তে আসা যায়।

৫৯। লক্ষ্যনীয় যে, পূর্ববর্তী আইনের একই ধারায় এই অপরাধটি ছিল অজামিন যোগ্য। পরবর্তীতে নতুন আইনে এটাকে জামিন যোগ্য করা হয়। ফলে, এই সকল অপরাধ করার প্রবনতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে।

৬০। শত বছর ধরে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ ইসলাম ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আসছে এবং ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করে আসছে। এক্ষেত্রে রয়েছে ওআইসি এর মত আন্তর্জাতিক সংগঠন। এমনকি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বা নিউটনের মত মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরাও ধর্মকে নিয়ে কটাক্ষ করে কোন বক্তব্য রাখেন নাই।

৬১। এই আসামী একজন অবিশ্বাসী হলেও তার কোন অধিকার নাই রাসুল (সঃ) বা কোরান সম্পর্কে অসত্য এবং অবমাননাকর উক্তি বা ইঙ্গিত করা। এটা স্পষ্ট সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ এবং প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে।

৬২। তবে, আসামীপক্ষের আইনজীবী নিবেদন করেছেন যে, জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিনকে প্রত্যাখান করার কোন এখতিয়ার আদালতের নাই। আমাদের মতে, এইরুপ অবস্থার কারণে ধর্ম অবমাননার এইরুপ অপরাধের

পূনরাবৃত্তি ঠেকানো সম্ভব নাও হতে পারে, তা' যে কোন ধর্মের অবমাননাই হোক না কেন।

৬৩। এমতাবস্তায়, আমরা আপিল বিভাগের উক্তরুপ রায় অনুযায়ী এই আসামী জামিন পাবে এই বিষয় একমত।

৬৪। এটিও বিবেচ্য বিষয় যে, এই আসামীর অবমাননাকর বক্তব্যটি তার স্বাভাবিক জীবন যাপন বা ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি বা কর্ম ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য আদৌ প্রয়োজন ছিলনা। ফলে, কোরান এবং মোহাম্মদ (সঃ) লক্ষ্য করে এসকল অপ্রয়োজনীয়, বিবেক বর্জিত, ধৃষ্ঠতামূলক ও উস্কানীমূলক আশালীন বক্তব্য ও আচরনের জন্য মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের ন্যায় শাস্তির বিধান থাকা বাঞ্চনীয়, যা সংসদ বিবেচনা করে দেখতে পারে।

৬৫। বাংলাদেশ সকল ধর্ম মতের মানুষের দেশ। একই সাথে সকল ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা, স্বচ্ছন্দ বসবাস, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা এবং সমাজে স্থীতিশীলতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য্য। যে কোন ধর্মের মানুষের মনে আঘাত দিতে পারে, বা তাদের কারো মনে ভয়-ভিতি, আতঙ্ক, অস্বস্তি বা আশংকার সৃষ্টি করতে পারে, ধর্মকে কেন্দ্র করে এইরুপ যে কোন উস্কানী মূলক বক্তব্য বা কাজ নিরুৎসাহিত করার জন্য এইরুপ অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করার এবং এগুলোকে অজামিনযোগ্য গণ্য করা আবশ্যক। পূর্বে এইরুপ অপরাধ, অজামিনযোগ্য ছিল। এটি অজামিনযোগ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৬৬। এই আসামী বর্ণিত ধারার অপরাধ করেছে এটা বিশ্বাস করার মত বাস্তব প্রমান অত্র মামলায় নথিতে সংরক্ষিত রয়েছে। ফলে এই আসামী জামিনের অপব্যবহার করলে এই মামলায় তার শাস্তি পাওয়ার যে বাস্তব সম্ভাবনা সেটাকে নিস্ফল করার জন্য সে পলাতক হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য জরিমানার ২৫ লক্ষ টাকা আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে, আমাদের মতে, ২৫ লক্ষ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে সংশ্লিষ্ট আদালতে জামানত হিসেবে দাখিলের শর্তে এই আসামীকে জামিন প্রদান করা যায়।

৬৭। চার্জশিটের সংশ্লিষ্ট লিংকের সাথে যারা জড়িত রয়েছে সেইসব এই অপরাধীদেরকে আইনের আওতায় আনা না হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই মূল অপরাধী বা মূল ষড়যান্ত্রকারী বা মূল উৎস ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। ফলে, এ বিষয়ে উপযুক্ত আদেশ হওয়া প্রয়োজন।

রায়টি সমাপ্তির পূর্বে,

৬৮। রায়টি সমাপ্তির পূর্বে, বলা প্রয়োজন যে, বস্তুতঃ আমাদের উপরোক্ত মতামত ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিস্বরুপ এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা পবিত্র কোরানের কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ এই রায়ে উদ্ধৃত করেছি। এটি ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা নয়।

৬৯। এক্ষেত্রে বাংলায় অনুবাদিত যে কোরান শরীফ গুলো হলো (১) 'কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা'- ড. ওসমান গনী, এম.এ., পি.এইচ.ডি., ডি.লিট. প্রাক্তন অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (২) 'কোরানশরিফ- সরল বঙ্গানুবাদ', মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি (১৯৯৫) এবং প্রধান উপদেষ্টা, বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকার (১৯৯৬), (৩) 'আল কুরআনের সরল বাংলা অনুবাদ,' ড. ঈসা মাহদী এবং (৪) আল কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ, মাসঊদুর রহমান নূর। ইংরেজী অনুবাদ সমূহের মধ্যে (১) 'The Study Quran, Seyyed Hossein Nasr, Editor-in-Cheif, HarperCollins Publishers, USA, (২) Towards Understanding The Qur'an, The Islamic Foundation, UK, এবং (৩) The Meaning of The Holy Qur'an: by Abdullah Yusuf Ali. যেহেতু, আয়াতসমূহ অনুবাদ থেকে নেয়া, সেহেতু, কোরানের মূল আরবী টেক্সটি সর্বদাই প্রাধান্য পাবে।

৭০। আমরা আন্তরিক থেকেছি সামগ্রীক বিষয়ে। তবুও, কোথাও কোন ভুল বা ছাপার ভুল হয়ে থাকলে বা কোথাও দৃষ্টি গোচর হলে সেটি আমাদের অনিচ্ছাকৃত বিবেচনায় ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অতএব, আদেশ হয় যে,

১। রাষ্ট্র পক্ষে জেলা প্রশাসক, ঢাকা, এর অনুকুলে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে সংশ্লিষ্ট আদালতে জামানত রাখার শর্তে এই আসামীকে জামিন প্রদান করা হলো।

২। উক্ত গ্রুপের লিডার নাফিসা চৌধুরীসহ তার সাথে এই অপরাধমূলক মন্তব্যে সমর্থন করে বা এই অপরাধমূলক মন্তব্য করার জন্য উস্কানী দিয়েছেন বা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন তাদের প্রত্যেককে উক্ত অপরাধের সহযোগিতা করার অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ৩৫ ধারার বিধান

অনুযায়ী সাপ্লিমেন্টারী চার্জশিট দাখিল করার দিকটি পর্যালোচনা করার জন্য এবং আইনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ সংবিধানের ১১২ ধারার ক্ষমতাবলে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। অত্র আদেশ নিম্ন আদালত কর্তৃক গ্রহন করার পর ৩০ দিনের মধ্যে একটি এফিডেভিট অব কম্প্লায়েন্স হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে অত্র আদালতকে জানানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

উক্তরুপ রায় ও আদেশের মাধ্যমে এই মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

অত্র আদেশের অনুলিপি অতিসত্বর সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরন করা হোক।

অত্র রায়ের একটি ইংরেজী অনুবাদ পরবর্তীতে নথীতে সংরক্ষিত হবে।

বিচারপতি ফাহমিদা কাদের,

আমি একমত।